যায়যায়দিন

তারিখঃ ১০/০৮/২০২০ (পৃঃ০৮)

গাজীপুরে ব্রি'র সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবেঅনলাইনে বক্তব্য রাখেন কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক -যাযাদি

ধান উৎপাদন বৃদ্ধির বিকল্প নেই : কৃষিমন্ত্রী

গাজীপুর প্রতিনিধি

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, কোভিড-১৯ কালীন চরম অনিশ্চয়তায় ধান উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার বিকল্প নেই। একইসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ধাননির্ভর, সেজন্য বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, বাজার পর্যালোচনা, আপৎকালীন সংকটের আশঙ্কা এবং চালের রাজনৈতিক স্পর্শকাতর দিকসহ সার্বিক পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনার পরই চাল আমদানির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

কৃষিমন্ত্রী রোববার বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) আয়োজিত 'কোভিড-১৯ যুগে খাদ্য নিরাপত্তা : বাংলাদেশ কি অদূর ভবিষ্যতে খাদ্য সংকটে পড়ছে?' শীর্ষক ওয়েবিনার ভিত্তিক জাতীয় সেমিনারে প্রয়োজনীয় তথ্যউপাত্তসহ এ অভিমত ব্যক্ত করেন। অনলাইন মিটিং প্লাটফরম জুমে আয়োজিত এ সেমিনারের উদ্দেশ্য ছিল কোভিড-১৯ কালীন খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি, ধানের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয় নির্ধারণ করা।

ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। বিশেষ অতিথি ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার এবং সভাপতিত্ব করেন কৃষি সচিব মো. নাসিরুজ্জামান। মুখ্য আলোচক ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শামসুল আলম। আলোচক হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. লুৎফুল হাসান, খাদ্য সচিব ড. নাজমানারা খানুম প্রমুখ। এ সময় খাদ্যমন্ত্রী বলেন, যদি সেকেন্ড টাইম বন্যা এসে যায় তবে ন্যাশনাল সিকিউরিটি বাড়াতে চাল আমদানির প্রয়োজন হতে পারে। তবেআমদানির আগে প্রধানমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবেন।

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

তারিখঃ ১০/০৮/২০২০ (পৃঃ১২, ১১)

নভেম্বরের শেষে সাড়ে ৫৫ লাখ টন চাল উদ্বৃত্ত থাকবে

ব্রির জরিপ গবেষণা

যাযাদি ডেস্ক

নভেম্বর শেষে বাংলাদেশে চাহিদা মিটিয়ে সাড়ে ৫৫ লাখ টন চাল উদ্বৃত্ত থাকবে বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

রোববার সকালে চালের মজুদ নিয়ে এক ভার্চুয়াল সেমিনারে নিজস্ব জরিপ গবেষণার বরাতে এ তথ্য জানান ব্রি মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর।

তিনি বলেন, চালের উৎপাদন গত বছরের চেয়ে প্রায় ৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ বেড়েছে। গত বোরো ও আমন মৌসুমের উদ্বৃত্ত ধরে জুন পর্যন্ত দেশে ২ কোটি ৩ লাখ ১০ হাজার টন চালের মজুদ ছিল।

তিনি আরও বলেন, 'আগামী নভেম্বর পর্যন্ত চাহিদা মেটানোর পরেও ৫ দশমিক ৫৫ মিলিয়ন টন চাল দেশের অভ্যন্তরে উদ্বৃত্ত থাকবে। নভেম্বর পর্যন্ত ১৬ দশমিক ৫০ কোটি মানুষের চাহিদা মেটানোর পরেও ৩৬-৭৮ দিনের চাল উদ্বৃত্ত থাকবে।'

নভেম্বরের মধ্যে আউশ ও আমনের উৎপাদন যুক্ত হলে বাংলাদেশে আপাতত খাদ্য ঘাটতির কোনো আশঙ্কা থাকবে না বলেও মন্তব্য করেন ব্রি মহাপরিচালক।

ব্রির জরিপের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর সারা দেশে ধানের ফলন গড়ে ৮ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়েছে। আর চালের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ।

এর মধ্যে বোরো মৌসুমে চালের উৎপাদন ৩ দশমিক ৫৮ শতাংশ বেড়ে ২ কোটি ২ লাখ ৬০ হাজার টনে দাঁড়িয়েছে। উপযোগী আবহাওয়া, ব্যবস্থাপনা, ডিএপি সারের দাম কমানো, ব্রি-ডিএই যৌথ উদ্যোগে ১৪টি কৃষি অঞ্চলে আঞ্চলিক কর্মশালা, বোরো মৌসুমের শুরুতে কৃষক প্রশিক্ষণ এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ উৎপাদন বাড়াতে সহায়ক হয়েছে বলে পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

চাল উদ্বৃত্ত থাকবে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জানান শাহজাহান।

ব্রির তথ্য বলছে, বোরো ধান চাষিরা এ বছর গড়ে বিঘা প্রতি ১ হাজার ৬০৪ টাকা লাভ করেছেন, যেখানে গত বছর তাদের লোকসান গুনতে হয়েছিল।

ব্রি মহাপরিচালক বলেন, ভোক্তা শ্রেণি ভবিষ্যৎ খাদ্য ঘাটতির শঙ্কা থেকে আতঙ্কিত হয়ে বেশি পরিমাণ চাল মজুদ করেছেন। অপরপক্ষে সরকারসহ অন্যান্য চাল ব্যবসায়ীরা গত বছরের তুলনায় কম পরিমাণে চাল মজুদ করেছেন। সার্বিকভাবে বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে ধান-চাল মজুদের প্রবণতা কিছুটা বেশি থাকলেও সরবরাহ চেইন বিঘ্নিত হয়নি।

ব্রির গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চাল উৎপাদন খরচের ক্ষেত্রে মৌসুমে বিদ্যমান সর্বনিম্ন দামে মিল মালিকরা যে ধান কেনেন সেটি থেকে কেজিপ্রতি চাল উৎপাদনে ২৭ দশমিক ৮৬ টাকা খরচ হয়।

অন্যদিকে সর্বোচ্চ দাম বিবেচনায় দেখা যায়, কেজি প্রতি চাল উৎপাদনে ৩৫ দশমিক ৮০ টাকা খরচ হয়। গড় বিবেচনায় এক কেজি চাল উৎপাদনে ৩২ দশমিক ৩৪ টাকা ব্যয় হয়।

বিদ্যুৎ বিল, যানবাহন ও শ্রমিক খরচ বাড়ার কারণে এ বছর ৮ দশমিক ৩৫ শতাংশ খরচ বাড়লেও সরকার ঘোষিত দামে চাল বিক্রি করে মিল মালিকরা লাভবান হচ্ছেন বলে প্রতিবেদনে বলা হয়।

'ন্যাশনাল সেমিনার অন ফুড সিকিউরিটি ইন দ্য কোভিড-১৯ এরা: ইজ বাংলাদেশ রিয়েলি গোয়িং টু ফেইস অ্যানি রাইস শর্টেজ ইন দ্য শর্ট রান' শীর্ষক ভার্চুয়াল সেমিনারে প্রধান অতিথি কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, বিশেষ অতিথি খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার ও মুখ্য আলোচক ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ) ড. শামসুল আলম।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমানারা খানুম, কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুলের সদস্য এমিরেটাস অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার মণ্ডল, প্রাক্তন কৃষি সচিব এস এম নাজমুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রাক্তন মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ১০/০৮/২০২০ (পৃঃ০২)

করোনাকালীন অনিশ্চয়তায় ধান উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার বিকল্প নেই

----------------কৃষিমন্ত্রী

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, কোভিড-১৯ কালীন চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ধান উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার বিকল্প নেই। আমাদের দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ধাননির্ভর, সেজন্য দেশের বিভিন্ন স্থানের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, বাজার পর্যালোচনা, আপৎকালীন সংকটের আশঙ্কা এবং চালের রাজনৈতিক স্পর্শকাতর দিকসহ সার্বিক পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনার পরই চাল আমদানির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কৃষিমন্ত্রী রবিবার দুপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) আয়োজিত 'কোভিড-১৯ যুগে খাদ্য নিরাপত্তা : বাংলাদেশ কি অদূর ভবিষ্যতে খাদ্য সংকটে পড়ছে?' শীর্ষক ওয়েবিনারভিত্তিক জাতীয় সেমিনারে এ অভিমত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর।

অনলাইন মিটিং প্ল্যাটফরম জুমে আয়োজিত এ সেমিনারের উদ্দেশ্য ছিল কোভিড-১৯ কালীন খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি, ধানের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয় নির্ধারণ করা।

ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিমন্ত্রী। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। সভাপতিত্ব করেন কৃষি সচিব মো. নাসিরুজ্জামান। বক্তব্য রাখেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শামসুল আলম, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. লুৎফুল হাসান, খাদ্য সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম প্রমুখ।

যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR

তারিখঃ ১০/০৮/২০২০ (পৃঃ০২)

জাতীয় সেমিনারে কৃষিমন্ত্রী

ধান উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার বিকল্প নেই

গাজীপুর প্রতিনিধি

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, কোভিড-১৯ কালীন চরম অনিশ্চয়তায় ধান উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার বিকল্প নেই। আমাদের দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ধাননির্ভর, সেজন্য দেশের বিভিন্ন স্থানের বন্যার ক্ষতি নিরূপণ, বাজার পর্যালোচনা, আপৎকালীন সংকটের আশঙ্কা ও সার্বিক পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনার পরই চাল আমদানির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কৃষিমন্ত্রী রোববার দুপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ব্রি) আয়োজিত 'কোভিড-১৯ যুগে খাদ্য নিরাপত্তা : বাংলাদেশ কি অদূর ভবিষ্যতে খাদ্য সংকটে পড়ছে?' শীর্ষক ওয়েবিনারভিত্তিক জাতীয় সেমিনারে এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর।

যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR

তারিখঃ ১০/০৮/২০২০ (পৃঃ১২,৩)

খাদ্য নিরাপত্তাবিষয়ক সেমিনারে ব্রির দাবি

নভেম্বরের পরও সাড়ে ৫৫ লাখ টন চাল উদ্বৃত্ত থাকবে

যুগান্তর রিপোর্ট

চাহিদা মেটানোর পরও আগামী নভেম্বরের শেষে বাংলাদেশে সাড়ে ৫৫ লাখ টন চাল উদ্বৃত্ত থাকবে। এ সময়ের মধ্যে আউশ ও আমনের উৎপাদন যুক্ত হলে দেশে আপাতত খাদ্য ঘাটতির কোনো আশঙ্কা থাকবে না। দেশে চালের মজুদ নিয়ে রোববার এক ভার্চুয়াল সেমিনারে এমন দাবি করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। ব্রির নিজস্ব জরিপের ভিত্তিতে ব্রির মহাপরিচালক (ডিজি) শাহজাহান কবীর এ তথ্য জানান।

'ন্যাশনাল সেমিনার অন ফুড সিকিউরিটি ইন দ্য কোভিড-১৯ এরা : ইজ বাংলাদেশ রিয়েলি গোয়িং টু ফেইস অ্যানি রাইস শর্টেজ ইন দ্য শর্ট রান' শীর্ষক ভার্চুয়াল সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক। বিশেষ অতিথি ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার ও মুখ্য আলোচক ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ) ড. শামসুল আলম। কৃষি সচিব মো. নাসিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ নেন খাদ্য সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুলের সদস্য ইমেরিটাস অধ্যাপক আবদুস সাত্তার মণ্ডল, সাবেক কৃষি সচিব এসএম নাজমুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ

■ পৃষ্ঠা ১২ : কলাম ১

নভেম্বরের পরও সাড়ে ৫৫ লাখ টন চাল উদ্বৃত্ত থাকবে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ?প্রফেসর ড. লুৎফুল হাসান প্রমুখ।

ব্রির ডিজি শাহজাহান কবীর বলেন, চালের উৎপাদন গত বছরের চেয়ে প্রায় ৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ বেড়েছে। গত বোরো ও আমন মৌসুমের উদ্বৃত্ত ধরে জুন পর্যন্ত দেশে ২ কোটি ৩ লাখ ১০ হাজার টন চালের মজুদ ছিল। নভেম্বর পর্যন্ত চাহিদা মেটানোর পরও ৫ দশমিক ৫৫ মিলিয়ন টন চাল দেশে উদ্বৃত্ত থাকবে। নভেম্বর পর্যন্ত ১৬ দশমিক ৫০ কোটি মানুষের চাহিদা মেটানোর পরও ৩৬-৭৮ দিনের চাল উদ্বৃত্ত থাকবে। নভেম্বরের মধ্যে আউশ ও আমনের উৎপাদন যুক্ত হলে দেশে আপাতত খাদ্য ঘাটতির কোনো আশঙ্কা থাকবে না।

মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য জুলাই পর্যন্ত পাঁচটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে ব্রি। এগুলোর মধ্যে হাওরের ধান কাটার শ্রমিক ও যান্ত্রিকীকরণের ভূমিকা, সুপার-সাইক্লোন আম্পানের প্রভাব নিরূপণ, ধান-চালের মজুদ পরিস্থিতি এবং বাজারমূল্যে এর প্রভাব, ৬৪ জেলায় কৃষকের মাঠের ফসল কাটা এবং আউশ আবাদ পরিস্থিতি নিয়ে র‌্যাপিড সার্ভের মাধ্যমে করোনাকালে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। ৬৪টি জেলায় ব্রি ১ হাজার ৪৮টি এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর ২ লাখ ১৩ হাজার ৮৬৯ তথ্য সংগ্রহ করে। এতে দেশের ৩৮টি জেলার ৫৭টি উপজেলা এবং ফলন কর্তনে ৬৪টি জেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। করোনাকালে ও পরবর্তী সময়ে দেশের খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে কয়েকটি দেশি-বিদেশি সংস্থার বরাত দিয়ে অনেক বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার হচ্ছে, যা জনমনে এবং পলিসি লেভেলে অস্বস্তি তৈরি করছে। দেশে খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে উদ্ভূত সব বিভ্রান্তি এ সেমিনারের মাধ্যমে নিরসন হবে বলেও ব্রির কর্মকর্তারা মনে করেন।

সেমিনারে গত ১০ বছরে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ধান উৎপাদনকারী দেশগুলোর উৎপাদনের চিত্র তুলে ধরে বলা হয়— ২০১০ সালে যেখানে চাল উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল চতুর্থ; বর্তমানে সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি, গবেষণা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়াকে পেছনে ফেলে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ, যা দেশের জন্য বিশাল একটি অর্জন এবং খাদ্য নিরাপত্তায় মাইলফলক। যদিও ইউএসডিএ ধানের উৎপাদন নিয়ে পূর্বাভাস দিয়েছিল গত বছরের তুলনায় উৎপাদন ০.২৮ ভাগ কমে যাবে, কিন্তু বাস্তবে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ সালে ৩৮.৭ মিলিয়ন টনে উন্নীত হয়েছে। ফলন, আবাদ এলাকা, উৎপাদন ও চালের অভ্যন্তরীণ মজুদ পরিস্থিতি বিবেচনায় গত বছরের তুলনায় এ বছর সব কৃষি অঞ্চলে ধানের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ বৃদ্ধির হার সারা দেশে গড়ে শতকরা ৮.৪ ভাগ। ডিএই'র ৬৪ জেলার ক্রপ-কাটের ফলাফল বলছে, ধানের ফলন গড়ে ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে ব্রির তথ্য বলছে, সারা দেশে ধানের ফলন গড়ে ২.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত দুই বছর ধানের দাম ক্রমাগত হারে কম থাকায় এ বছর বোরো আবাদি জমির পরিমাণ কিছুটা কমে গেছে, যা গত বছরের তুলনায় শতকরা ০.৭১ ভাগ। অন্যদিকে এ বছর বোরো ধানের দাম বেশি থাকায় কৃষক আউশ চাষে ঝুঁকেছে। ফলে গত বছরের তুলনায় প্রায় ১৮ ভাগ বেশি জমিতে আউশ ধান আবাদ হয়েছে। চালের উৎপাদন গত বছরের তুলনায় প্রায় ৩.৫৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরপক্ষে, ডিএই'র ক্রপ কাটের তথ্য অনুযায়ী ৩.১৮ শতাংশ এবং ব্রির ক্রপ কাট অনুযায়ী ৩.৯৪ শতাংশ চালের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বোরো মৌসুমে এ বছর চালের উৎপাদন হয়েছে ২০.২৬ মিলিয়ন টন, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ৩.৫৮ শতাংশ বেশি। ধান-চালের মজুদ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গত বছর জুনে কৃষকের গোলায় মোট মজুদের ২০ শতাংশ ধান ছিল, যা এ বছর একই সময়ে প্রায় ২৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

ব্রির তথ্য অনুযায়ী, এ বছর সারা দেশে ধানের ফলন গড়ে ৮.৪ শতাংশ বেড়েছে। আর চালের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৩.৫৪ শতাংশ। এর মধ্যে বোরো মৌসুমে চালের উৎপাদন ৩.৫৮ শতাংশ বেড়ে ২ কোটি ২ লাখ ৬০ হাজার টনে দাঁড়িয়েছে। উপযোগী আবহাওয়া, ব্যবস্থাপনা, ডিএসপি সারের দাম কমানো, ব্রি ও ডিএই'র যৌথ উদ্যোগে ১৪টি কৃষি অঞ্চলে আঞ্চলিক কর্মশালা, বোরো মৌসুমের শুরুতে কৃষক প্রশিক্ষণ এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ায় উৎপাদন বেড়েছে।

ব্রির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বোরো ধানচাষীরা এ বছর গড়ে বিঘাপ্রতি ১ হাজার ৬০৪ টাকা লাভ করেছেন। তবে গত বছর তাদের লোকসান গুণতে হয়েছিল। এছাড়া ভবিষ্যৎ খাদ্য ঘাটতির শঙ্কায় ভোক্তাশ্রেণি বেশি পরিমাণ চাল মজুদ করেছে। অপরদিকে, সরকার ও চাল ব্যবসায়ীরা গত বছরের তুলনায় কম পরিমাণে চাল মজুদ করেছেন। করোনা পরিস্থিতিতে ধান-চাল মজুদের প্রবণতা কিছুটা বেশি থাকলেও সরবরাহ চেইন বিঘ্নিত হয়নি। এতে আরও বলা হয়, চাল উৎপাদনে ২৭ দশমিক ৮৬ টাকা খরচ হয়। অন্যদিকে সর্বোচ্চ দাম বিবেচনায় দেখা যায়, কেজিপ্রতি চাল উৎপাদনে ৩৫ দশমিক ৮০ টাকা খরচ হয়। গড় বিবেচনায় এক কেজি চাল উৎপাদনে ৩২ দশমিক ৩৪ টাকা ব্যয় হয়। বিদ্যুৎ বিল, যানবাহন ও শ্রমিক খরচ বৃদ্ধির কারণে এ বছর ৮ দশমিক ৩৫ শতাংশ খরচ বাড়লেও সরকার ঘোষিত দামে চাল বিক্রি করে মিল মালিকরা লাভবান হয়েছেন বলে প্রতিবেদনে বলা হয়।

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL

Date:10/08/2020 (Page-01,11)

Country has surplus rice stock: BRRI

STAFF CORRESPONDENT

Despite the corona crisis, the country will have surplus rice stock of 5.55 million tonnes after meeting the demand till November, according to studies of the Bangladesh Rice Research Institute (BRRI).

There is no fear of food crisis as the country will have surplus food stock for 36-78 days after November and upcoming Aus and Aman harvest will add to its food basket, five BRRI studies say.

The findings of the studies were disclosed on Sunday at a virtual national seminar on 'Food Security in the Covid-19 Era: Is Bangladesh really going to face any rice shortage in the short run.

Speaking at the programme, Agriculture Minister Dr Muhammad Abdur Razzaque said at present, the country has sufficient stock of rice and so, there is no fear of food shortage.

He said that decision of rice import at a limited scale will be taken after reviewing the overall situation, including the damage caused to Aus and Aman production by the flooding.

Country's rice production was 36.7 million tonnes in 2018-19 fiscal year while the production increased to 38.7 million tonnes in 2019-20 fiscal year, BRRI sources said.

BRRI conducted the five studies from mid-April to mid-July through rapid survey during the ongoing corona crisis. The studies were on the role of labour and mechanisation in haor paddy harvesting, assessment of the impact of super-cyclone Amphan, its effect on stock situation and market price of paddy-rice, field crop harvesting in 64 districts and Aus cultivation situation.

According to BRRI studies, considering the cultivated areas, yield, production and internal stockpile of rice, yield of paddy in all agricultural areas has increased this year compared to the last year and the growth rate is 8.4 percent on an average across the country.

Rice production has increased by about 3.54 percent compared to the last year, BRRI studies show.

In last Boro season, rice production stood at 20.26 million tonnes which is about 3.58 per cent more than the previous year's production.

Food Minister Sadhan Chandra Majumder said everyone does not have the mentality to come forward to serve the humanity even at the time of coronavirus pandemic.

"There is a section of people who raise the prices of rice whenever they get a chance by creating an artificial crisis," he added.

"We have to give importance to the interests of both farmers and consumers. The decision has to be made through coordination between them," the minister said.

Page 11 Col 1

Country has

From Page 1

Reviewing the stock situation of paddy and rice, it was seen that farmers have 20 percent paddy stock in June last year while the stock increased to 29 percent in June this year.

Food Secretary Mosammat Nazmanara Khanum, Emeritus Professor of Bangladesh Agricultural University (BAU) Professor Dr M Sattar Mondal, former secretary of the Agriculture Ministry SM Nazmul Islam, former director general of the Department of Agricultural Extension Hamidur Rahman, Vice-Chancellor of Bangladesh Agricultural University Professor Dr. Lutful Hassan, agriculture and media personality Shykh Seraj and Bangladesh representative of the International Rice Research Institute Homnath Bhandari, among others, spoke at the seminar.